বার্ড ফ্লু
(এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা)

বার্ড ফ্লু (এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা)
একটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। বাংলাদেশে হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পাখির (যেমন : কাক, কবুতর ইত্যাদি) বার্ড ফ্লু দেখা দিয়েছে।

বার্ড ফ্লু
আক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির (কাক, কবুতর ইত্যাদি) মল, রক্ত ও শ্বাসনালীতে এই ভাইরাস থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যারা আক্রান্ত পাখি জবাই বা কাটা ছেঁড়া করেছেন তারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

বার্ড ফ্লু
সাধারণত: শুরু হয় জ্বর-সর্দি-কাশির মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে তা মারাত্মক নিউমোনিয়ায় পরিণত হতে পারে। এ থেকে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে জরুরী স্বাস্থ্য বার্তা

খালি হাতে অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি (কাক, কবুতর ইত্যাদি) ধরা-ছোঁয়া ও নাড়াচাড়া করা যাবে না।

মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলার সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভব হলে মৃত হাঁস-মুরগি এবং পাখিকে ধরার জন্য গ্লাভস/মাসক ব্যবহার করতে হবে। গ্লাভস/মাসক না পাওয়া গেলে মোটা পলিথিন / শুকনা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগি জবাই করা বা পালক ছাড়ানো অথবা নাড়াচাড়া করা যাবে না।

হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির কাছে যেতে হলে সব সময়ে কাপড় দিয়ে নাকমুখ ঢেকে নিতে হবে। হাঁস-মুরগি নাড়াচাড়া করার পর হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে লাগানো যাবে না।

ডিম ভালভাবে গুড়া সাবান পানি/সোডা দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। ডিম পুরোপুরি সিদ্ধ অথবা দু'পিঠ ভালো করে ভেজে খেতে হবে। অর্ধ সিদ্ধ মাংস বা ডিম খাওয়া যাবে না। হাঁস-মুরগির মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে।

হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির মল/বিষ্ঠা সার অথবা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। হাঁস-মুরগি-কবুতর ইত্যাদি পাখির বিষ্ঠা মাটিতে পুঁতে ফেলুন।

বার্ড ফ্লু হাঁচি, কাশি ও থুথু ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়াতে পারে। যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেলবেন না। মুখ ঢেকে হাঁচি-কাশি দিন।

অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি গভীর গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলুন। মৃত হাঁস-মুরগি অন্যান্য পাখি ডাস্টবিন বা নদীনালায় ফেলবেন না।

যদি কোথাও হঠাৎ হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি মড়ক দেখা দেয় তবে সাথে সাথে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা ওয়ার্ড কমিশনারকে জানাতে হবে।

হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোঁয়া ও সেগুলো নিয়ে খেলা-ধূলা করা থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখতে হবে।

হাঁস-মুরগি, অন্যান্য পাখি বা ডিম নাড়াচাড়া করার পর সাবান, ছাই এবং পানি দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে পরিস্কার করে নিন।

বার্ড ফ্লু আক্রান্ত ১ কিলোমিটার এলাকায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি কেনাবেচা ও অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে না

হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখি ধরা-ছোয়ার পর যদি কেউ দুই সপ্তাহের মধ্যে সর্দি কাশিতে ভোগেন তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মৃত হাঁস-মুরগি বা অন্যান্য পাখির সংস্পর্শে আসার বিষয়টি চিকিৎসক/স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে।

মনে রাখবেন, অসুস্থ পাখি ধরা খাওয়া নিষিদ্ধ ও আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়